৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ | রবিবার | ১৬ ভাদ্র, ১৪৩০ | ১৬ সফর, ১৪৪৫ হিজরি

সংখ্যালঘুদের স্বাবলম্বী করে দেশের সেরা বাংলা

আবদুল ওদুদ

রাজ্যের সংখ্যালঘু বেকার যুবক-যুবতীদের ঋণ প্রদান করে দেশের সেরা হল বাংলা। সংখ্যালঘুদের স্বাবলম্বী করে দেশের সেরা তালিকায় জায়গা করে নিল মমতা নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। গত শুক্রবার ছত্তিশগড়ের রায়পুরে অনুষ্ঠিত সেন্ট্রাল জোনের রিজিওনাল কনফারেন্সে দেশের সেরা 'র‍্যাঙ্ক-১' সাফল্য লাভ করে পশ্চিমবাংলা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা এডুকেশন দফতরের অধীনে থাকা পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম দেশের মধ্যে 'র‍্যাঙ্ক-১' গ্রেড অর্জন করেছে। ন্যাশনাল মাইনোরিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফাইনান্স কর্পোরেশন কেন্দ্রের সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রকের একটি শাখা। এই শাখার মাধ্যমেই সংখ্যালঘু উন্নয়নে বিভিন্ন রাজ্যকে ঋণ প্রদান করে থাকে। ছত্তিশগড়ের রায়পুরে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে সংখ্যালঘু উন্নয়ন তহবিলের ব্যবহারের ক্ষেত্রে শীর্ষে বাংলা। বিভিন্ন প্রকল্প সবচেয়ে সফলভাবে রূপায়ন করেছে পশ্চিমবাংলা। আর তারই জন্য কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রক পুরস্কৃত করেছে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমকে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিচারে 'র‍্যাঙ্ক-১' হয়েছে পশ্চিমবাংলা।

গত ৫ বছরের পারফরম্যান্স বিবেচনা করেই এই সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গকে। রায়পুরের অনুষ্ঠানে সাত থেকে আটটি রাজ্যের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। নজরকাড়ে পশ্চিমবঙ্গ।

প্রসঙ্গত, আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু পরিবারের বেকার ছেলেমেয়েদের আর্থিকভাবে সাবলম্বী করতে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করে সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম। এই ঋণ পেয়ে পশ্চিমবঙ্গে হাজার হাজার বেকার যুবক-যুবতী নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। বছরে এই ঋণের জন্য বার্ষিক মাত্র ২ শতাংশ হারে সুদ

ন্যাশনাল মাইনোরিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফাইনান্স কর্পোরেশনের দেওয়া সার্টিফিকেট

দিতে হয়। ঋণ প্রদান দেওয়ার ক্ষেত্রে যেমন বাংলা এগিয়ে, ঋণের অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য জায়গা করে নিয়েছে সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম।

নিগম বেকার যুবক-যুবতীদের স্বল্প মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি স্কিমে লোন দিয়ে থাকে। এই ঋণ প্রকল্পের বেশিরভাগই জাতীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও অর্থনিগম থেকে প্রাপ্ত। গত আর্থিক বছরে বিত্ত নিগম থেকে ন্যাশনাল মাইনোরিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফাইনান্স কর্পোরেশন থেকে ৩৬১ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছে। গত ৮ বছরে স্বল্প মেয়াদি ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে নজির গড়েছে বাংলা। গত ৮ বছর ধরে দেশের স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলা অন্যতম শীর্ষস্থান দখল করে রেখেছে। গত অর্থবর্ষে বরাদ্দ ঋণের পরিমাণ ১০৯ কোটি টাকা। এই খাতে ঋণের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে রাজ্যের ১০,৭৬৪ জন বাসিন্দা। রাজ্যের ১ লক্ষ ৮ হাজার ২০০ জনকে ব্যক্তিগত ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এই ঋণের মাধ্যমে আর্থিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েছেন রাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। এই ঋণের পরিমাণ ২১৭ কোটি টাকা। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্তনিগমের চেয়ারম্যান ড. পি বি সালিম, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, জেনারেল ম্যানেজার, ম্যানেজার-সহ নিগমের অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রচেষ্টায় এই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সর্বোপরি রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, সেক্ষেত্রে বাস্তবায়নের পথ অনেকটাই প্রশস্ত হয়েছে বিত্ত নিগমের মাধ্যমে। নিগমের এই প্রচেষ্টায় সংখ্যালঘুদের ঋণ প্রদানের পাশাপাশি সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম এনএএফটি, এমএসএমই, স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। এই সমস্ত কোর্স সম্পূর্ণ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরির সুবিধা পেয়েছেন বহু তরুণ-তরুণী। কর্পোরেট সেক্টর থেকে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দফতরে চাকরি করছেন।

সম্প্রতি সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম মুর্শিদাবাদে ৫ হাজার এবং মালদায় ১ হাজার দক্ষ রাজমিস্ত্রির প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। দুই জেলায় কয়েক দফায় প্রশিক্ষণও শুরু হয়েছে।

বিত্ত নিগম রাজ্য সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়া করণ ও উদ্যান পালন দফতরের সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছে। মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, বীরভূম এবং পূর্ব বর্ধমান জেলায় মাশরুম চাষের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। বেকার যুবক-যুবতী ছাড়াও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারাও এই প্রশিক্ষণ নিয়েছে।

সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের সরকারি বৃত্তি দেওয়ার ক্ষেত্রেও নজির গড়েছে বাংলা। রাজ্য সরকার ২০১৯-২০ সালে ঐক্যশ্রী প্রকল্প তৈরি করে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের পড়ুয়াদের বৃত্তির অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করায় মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এই প্রকল্প চালু করেন। এরপর থেকে ঐক্যশ্রী প্রকল্পের বৃত্তি দেওয়া চালু করেন। গত আর্থিক বছরে ৪২ লক্ষেরও বেশি পড়ুয়াকে স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে। এতে ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্তনিগমের চেয়ারম্যান ড. পি বি সালিম নিয়মিত সমস্ত প্রকল্পগুলি তদারকি করেন। ঋণ প্রদান থেকে শুরু করে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ, বৃত্তি প্রদান সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলেছেন। এ ছাড়াও আগামীতে সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের জন্য কী কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে সে-বিষয়টি নিয়েও পর্যালোচনা করেন।

Printed from
THE TIMES OF INDIA

Bengal gets Centre's minority devpt award

TNN | Sep 3, 2023, 08.10 AM IST

Kolkata: The West Bengal Minorities Development & Finance Corporation (WBMDFC) was adjudged the best-performing state channelizing agency (SCA) of the National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC) in a review meeting of Central zone SCA at a function in Raipur, Chattisgarh, on Friday. WBMDFC was awarded for providing soft loans to minorities in the past five years.

The award was handed over to Bengal minorities department secretary Md Ghulam Ali Ansari and OSD & MD of WBMDFC Mriganka Biswas. Chief minister Mamata Banerjee is in charge of the minority affairs department.

PB Salim, chairman of WBMDFC, said: "WBMDFC gets funds from NMDFC for providing term loans, education loans and group loans, and during the last five financial years we have surpassed others."

He said that during the last financial year, WBMDFC received Rs 361 crore from NMDFC.

Salim said WBMDFC also provided different skill development training and had introduced skill training to masons of Murshidabad and Malda. It also introduced skill training for the cultivation of mushrooms in Murshidabad, Malda, North Dinajpur, North 24 Parganas, Birbhum and East Burdwan districts.

Salim said WBMDFC executed the Aikyashree scholarship for minorities.